ভোরের কাগজ

তারিখ ... 13 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

কুমিল্লায় অবৈধভাবে স্কুল শিক্ষিকা নিয়োগ প্রক্রিয়ার অভিযোগ তদন্ত করা হচ্ছে

কুমিল্লা প্রতিনিধি : দীর্ঘ ৭ বছর পর একজন শিক্ষিকার অবৈধভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অভিযোগ তদন্ত করা হচ্ছে। কুমিল্লা শহরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফরিদা বিদ্যায়তন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ বৎসর পূর্বে একজন শিক্ষিকাকে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে জানা যায়, ১৯৯৫ সালে ফরিদা বিদ্যায়তন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একজন অংক বিষয়ে শিক্ষিকের প্রয়োজন হওয়ায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একজন বিএসসি অংক শিক্ষক আবশ্যক বলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১১ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনী পরীক্ষায় ১ম হওয়া সত্ত্বেও জনৈক শংকর চন্দ্র সরকারকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

নির্বাচনী বোর্ডের সভাপতি পদাধিকার বলে প্রশাসনের একজন কর্তা ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বিএসসিতে অংক বিষয় নেই এমন একজন শিক্ষিকাকে নিয়োগ প্রদান করেন। এই অবৈধ নিয়োগের বিষয়ে তৎসময়ে বিদ্যালয়ের ১৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে একটি লিখিত দরখাস্ত দেয়। এ বিষয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী শংকর চন্দ্র সরকারও কমিটির কাছে আবেদন করেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি তদন্ত পূর্বক আলোচ্য শিক্ষিকার অবৈধ নিয়োগ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যানকে পত্র দেয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এ বিষয়ে সকল অভিযোগ ধামাচাপা পড়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর পর কুমিল্লা জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল জলিল মিয়া গত ৩০ নভেম্বর ফরিদা বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষককে এ বিষয়ে তদন্ত হবে মর্মে অবহিত করেন।